তারিখ ... ২৩.৯.২০০২
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৪

28

আজিমপুর গার্লস কলেজে নবীন বরণ

সমস্ত অন্ধকারের কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে তোমরা নিয়ে আসবে নতুন যুগের নতুন আলো। আগামী দিনের জাতি গঠন করবে তোমরা– এই প্রত্যয়ে তোমাদের স্বাগত জানাই। গত ৯ সেপ্টেম্বর। মাধবীলতার ছায়ায় ঘেরা অধ্যক্ষ হোসনে আরা বেগমের অফিস রুম। কলেজ ভবনের সম্মুখে শোভা পাচ্ছে ফুটন্ত গোলাপ, জবা, হাসনাহেনা, পাতাবাহার এবং নাম না জানা আরও কত চোখ জুড়ানো ফুলের অপূর্ব সমারোহ। অদূরেই সবুজ ঘাসের গালিচায় বিশাল প্যান্ডেলে সবার অধীর আগ্রহে অপেক্ষা। উপস্থাপক ডলি ইসলাম ও রোমানা জেরীনের ঘোষণার সাথে সাথেই প্রধান অতিথিকে স্বাগত জানালেন কলেজের অধ্যক্ষ এবং অন্যরা। অতিথিদের আসন গ্রহণ শেষে পবিত্র কোরআন তেরওয়াত করল সাকিবা বিনতে ইউসুফ, তরজমা করল সায়মা মরিয়ম তৃণা, জাতীয় সঙ্গীত শেষে রিপা, প্রেমা, হেমা, দেনা ও বীথি অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করল মানপত্র পাঠ করল সাকেবা আকতার। নবীনদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখল লুৎফুন্নাহার জলি। অধ্যক্ষ হোসনে আরা বেগম তার স্বাগত ভাষণে বললেন, তেত্রিশ রকমের আচার বানানো আর বালিশের কভারে ফুল তোলায় দিন শেষ। এ দুটো বছর ওদের যদি যত্ন নেয়া হয়, তাহলে ওরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে। স্কুলে ১০ বছর পড়াশোনা করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার এই তো মোক্ষম সময়। ছাত্রী-শিক্ষক-অভিভাবকের সম্মিলিত শ্রমকে কাজে লাগালেই এ নবীনবরণ সার্থক হবে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য দেন মোহাম্মদ আবু জাফর। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, শিক্ষার্থীদের যারা নকল সরবরাহ করছেন তিনি বাবা হোন আর মা-ই হোন কিংবা শিক্ষক হোন, তারা ঠাণ্ডা মাথায় নিজের সন্তানকে খুন করছেন। এ মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। অনুষ্ঠান শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে দলীয় সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, পল্লীগীতি, উপজাতীয় সঙ্গীত, পাহাড়ি নৃত্য, হাসন রাজার গান, দলীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। সানন্দা বড়ুয়া, রীপা, কৃষ্ণা, প্রেমা, সেলিনা, হেমা, শাম্মী আক্তার, দিনা, বিথী বিভিন্ন পর্বে অংশগ্রহণ করে। সবশেষে 'না পড়লে ফেল' শীর্ষক একটি একাংকিকা মঞ্চস্থ হয়। এত সুন্দর অনুষ্ঠান আজিমপুর গার্লস কলেজে শীঘ্র হয়নি বলে অধ্যক্ষ হোসনে আরা বেগম মন্তব্য করেন।

❑ আলী নেওয়াজ রিপন